সংবাদ

তারিখ 17 APR 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

অবৈধ ভর্তি : ১১৭ ছাত্র নিয়ে বিপাকে বরিশাল জিলা স্কুল

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

বরিশাল জিলা স্কুলে অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া ১১৭ ছাত্র নিয়ে বিপাকে পড়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও ওই স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক টাকার বিনিময়ে ওইসব ছাত্রকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি করান। পরে বিষয়টি প্রকাশ পেলে ওইসব শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়। ওই সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশ দেন হাইকোর্ট। এতে ওই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

জানা যায়, ২০০৭ সালে বরিশাল জিলা স্কুলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য কয়েক হাজার ছাত্র পরীক্ষা দেয়। কিন্তু স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক প্রথমত কোটা অনুযায়ী ছাত্র ভর্তি করায় এতে ভর্তি পরীক্ষায় ৭০/৭৫ নম্বর পাওয়া ছাত্ররাও ভর্তি হতে পারেনি। ওই শিক্ষক সৈয়দ মো. মনজুর অবসরে যাওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি ১১৭ ছাত্রকে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন শাখায় টাকার বিনিময়ে ভর্তি করান। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মঞ্জুর-ই-এলাহী ঘটনাটি তদন্তের জন্য দু'ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন। ম্যাজিস্ট্রেটরা তাদের প্রতিবেদন দাখিল করার পর জেলা প্রশাসক ২৮ জানুয়ারি

বিপাকে : পৃ: ২ ক: ৮

বিপাকে : স্কুল

(১২ পৃষ্ঠার পর)

অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া ১১৭ ছাত্রের ভর্তি বাতিলের নির্দেশ দেন।

জেলা প্রশাসকের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ৬৯ ছাত্রের অভিভাবক হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ও বিচারপতি এস এম হোসেন জেলা প্রশাসকের ১১৭ ছাত্র ভর্তি বাতিল আদেশের কার্যকারিতা তিন মাসের জন্য স্থগিত করেন। এসব ছাত্রকে ক্লাসে অংশ নিতে বাধা সৃষ্টি না করার জন্য নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। হাইকোর্টের নির্দেশের পর স্কুল কর্তৃপক্ষ আলোচিত ১১৭ ছাত্রকে ক্লাসে অংশ নেয়ার সুযোগ দিলেও তাদের কাছ থেকে বেতন নিচ্ছে না। এসব ছাত্রের অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন, তাদের সন্তানদের স্কুল কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখছে না। এমনকি ক্লাসে তাদের কাছ থেকে হোমট্যাস্কও নেয়া হয় না। স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সব ছাত্রের সঙ্গেই সমান আচরণ করা হয়। তবে হাইকোর্ট এসব ছাত্রের কাছ থেকে বেতন নেয়ার নির্দেশ না দেয়ায় তাদের থেকে মাসিক বেতন নেয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে জেলা প্রশাসক মঞ্জুর-ই-এলাহী জানান, হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল দায়েরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় ৭০/৭৫ নম্বর পেয়েও যেসব ছাত্র ভর্তি হতে পারেনি সেসব ছাত্রের অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এ ধরনের দুর্নীতি চলে তা হলে দেশটাকে কোনরকমেই প্রগতির পথে নেয়া যাবে না।